আজকের কাগজ

তারিখ 26 JUN 1992
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

জহুরুল হক হলে এলোপাতাড়ি গুলিতে বহিরাগত নিহত ঃ মারাত্মক সংঘর্ষের আশংকা

কাগজ প্রতিবেদক ঃ বুধবার মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলে একজন বহিরাগত গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছে। নিহতের নাম লাকু বলে জানা গেছে। এ সময় সে জহুরুল হক হলের বর্ধিত ভবনের টিভি রুমের সামনে দাঁড়িয়ে ভিসিআর দেখছিলো। নিহতের বুকের বাম দিক দিয়ে প্রবেশ করে ডান দিক দিয়ে গুলি বেরিয়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

হল সূত্রে জানা গেছে, রাত সাড়ে ১২টার দিকে একদল সশস্ত্র তরুণ হলের বাইরে থেকে এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করে। এ সময় লাকু ও আঞ্জিজ টিভি রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে ভিসিআর দেখছিলো। একটি গুলি এসে লাকুর বুক ভেদ করে চলে যায়। উপস্থিত ছাত্ররা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। ডাক্তার সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। নিহত লাকু ঢাকার নবাববাড়ী পুকুর পাড়ের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। ছাত্রলীগ (ম-ই)-এর ৯ জন নেতা-কর্মীকে আসামী করে এ ব্যাপারে রমনা থানায় মামলা করা হয়েছে।

জহুরুল হক হল ছাত্র সংসদের জিএস ও এজিএস এই হত্যাকান্ডের জন্যে ছাত্রলীগ (ম-ই)-কে দায়ি করেছেন। গতকাল হল সংসদ ভবনে এক সাংবাদ সম্মেলনে তারা দাবি করেন ছাত্রলীগের (ম-ই) একটি সশস্ত্র গ্রুপ ৩টি হোন্ডাযোগে হলের পশ্চিম পাশে সোনারগাঁও রোড দিয়ে পলাশী দিক থেকে হল গেটে এসে থামে এবং হোন্ডার আলো নিভিয়ে টিভি রুম লক্ষ্য করে গুলি এলোপাতাড়ি করে তাকে হত্যা করে। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য পাঠ করেন মিজানুর রহমান আরজু। বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন হলের সাধারণ সম্পাদক মাসুম আহমেদ।

এদিকে জহুরুল হক হলে এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ছাত্রলীগ (ম-ই) ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। মধুর ক্যান্টিনের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুল হক শাকিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক পংকজ দেবনাথ ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখার সভাপতি শফিকুল আলম। বক্তারা বলেন, বার বার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে জহুরুল হক হল থেকে বহিরাগতদের বিতাড়ন করার আহবান জানানোর পরও কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলশ্রুতি হচ্ছে এ হত্যাকান্ড- যার দায়দায়িত্ব অবশ্যই সরকার এড়াতে পারেন না। নেতারা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের জন্যে কর্তৃপক্ষকে আহবান জানান।

উল্লেখ্য, ছাত্রলীগের মইু গ্রুপ বলে পরিচিত সমর্থকরা গত ২৭ মে ছাত্রলীগ (ম-ই) সমর্থকদের এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হল থেকে বিতাড়িত করে হলের দখল নেয়। প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ এসএম হল ও জগন্নাথ হলে আশ্রয় নেয়। সেই থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী এই গ্রুপের ভেতর নিয়মিত গোলাগুলির ঘটনা ঘটছে। এই হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে উভয় গ্রুপের মধ্যে আরো মারাত্মক সংঘর্ষের আশংকা রয়েছে।